দ্বিতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের রচনার ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ

'আশাপূর্ণা দেবীর' সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম মাধ্যম কবিতা; কালক্রমে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ছোটগল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের থেকে উপন্যাস রচনায় তিনি সবচেয়ে বেশী সাবলীল ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নিজস্ব গুণে আলাদা স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি বলেছিলেন লেখালেখি শুরুতে সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের উৎসাহ না পেলে হয়তো তাঁর লেখিকা হওয়া হত না। আবার তিনি একথাও বলেছেন– ''একটা লেখা টেনে নিয়ে যায় আর একটা লেখার দিকে''[১]। আর তাই লেখার তাগিদেই একসময় ছোটগল্প আর উপন্যাসের সংখ্যা সমকালের অনেক সাহিত্যিকদের লেখালেখির পরিমানকে ছাড়িয়ে যায়। সারাজীবনে তিনি যেভাবে উপন্যাস লিখেছেন তা সংখ্যায় প্রচুর, অবশ্য বেশীরভাগ উপন্যাস রচনা করেছেন পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য। অবশ্য লেখাটাই ছিল তাঁর একমাত্র অন্যতম জীবনসঙ্গী। পরিবারের সমস্ত কাজ শেষ করে, সবার কাছে নিজেকে জবাব দিয়ে রাতেরবেলা তিনি লিখতে বসতেন, গভীর রাত পর্যন্ত সেই লেখালেখির কাজ করে তারপর শুতে যেতেন। পরিবারের কেউ কোনদিন তাঁর লেখার জন্য কোনো অভিযোগ করতে পারেনি, কারণ তাঁর লেখার জন্য কোনদিন কোনো কাজে ফাঁকি পরে যায়নি।

'আশাপূর্ণা দেবী' সারাজীবনে যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সবগুলিকে একত্রে উল্লেখ করার সূত্রে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্ব তিনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রভাত পর্ব', 'মধ্যাহ্ন পর্ব' ও 'সায়াহ্ন পর্ব'। প্রতিটি মানুষের জীবন যেমন করে কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য তিনটি পর্বে পরিসমাপ্তি লাভ করে; তেমনি যেকোন সৃষ্টিকর্তার রচিত সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অন্তপর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনটি পর্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাসের তিনটি পর্বের উল্লেখ করলে একদিকে যেমন রচনাকালের প্রেক্ষিতে বিভাজিত করা হয়, অন্যদিকে তেমনি বিষয়ের সমতা রক্ষা পাবে বলে মনে করা যেতে পারে। 'প্রভাত পর্বে' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত উপন্যাসগুলিকে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি তাঁর জীবনে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তাই উক্ত উপন্যাসটির প্রকাশকাল পর্যন্ত সময়কালকে 'প্রভাত পর্বের' শেষ বলে ধরা হয়েছে। প্রভাতের সূর্য যেভাবে আলোক ও উষ্ণতায় ধীর গতিতে মধ্যাহ্নে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি 'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাস রচনার 'মধ্যাহ্ন পর্ব' ধরা হয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটির পরবর্তী সময়কাল থেকে। তিনি এইপর্বেই একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর বৈচিত্রধর্মী উপন্যাস রচনা করার জন্য। মধ্যাহ্নে যেমন সৌরতাপ প্রখর হয় তেমনি যেন তাঁর 'মধ্যাহ্ন পর্বের' উপন্যাসগুলি বিষয় ও রচনাগুণে তুলনায় 'প্রভাত পর্বের' থেকে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। সেইদিক থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিকে 'প্রভাত পর্বে' উল্লেখ করার চেষ্টা করা হল। এই সময়পর্বে যে উপন্যাসগুলি তিনি রচনা করে প্রকাশিত করেছেন সেগুলি যথাক্রমে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হল:-

প্রভাত পর্ব

‘‘প্রেম ও প্রয়োজন, কমলা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪৪

খ্রিস্টাব্দঅনির্বাণ, সঞ্চয়ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মিত্তির বাড়ি, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

বলয়গ্রাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ

অগ্নিপরীক্ষা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

যোগ বিয়োগ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ

নবজন্ম, ইস্টলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ

কল্যাণী, মহেন্দ্র পুস্তক ভবন, কলকাতা, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ

নির্জন পৃথিবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ

শশীবাবুর সংসার, ইস্টলাইট বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

উন্মোচন, সরস্বতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

নেপথ্য নায়িকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

আংশিক, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

অতিক্রান্ত, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

জনম জনমকে সাথী, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

কনকদীপ (কিশোর উপন্যাস), রাইটার্স সিন্ডিকেট, কলকাতা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ

মেঘ-পাহাড়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলকাতা, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

উত্তরলিপি, কথাকলি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

মুখর রাত্রি, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ

সমুদ্র নীল আকাশ নীল, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃলিঃ, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম লগ্ন, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ

সোনার হরিণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, ১৯৬২খ্রিস্টাব্দ

তিনছন্দ, সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

দিনান্তের রঙ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

আর এক ঝড়, অর্চনা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

নদী দিক হারা, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

একটি সন্ধ্যা একটি সকাল, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

জহুরী, সাহিত্যায়ণ, কলকাতা, ১৯৬ খ্রিস্টাব্দ

জলছবি, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

দোলনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

উড়োপাখি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

বহিরঙ্গম, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

জীবন স্বাদ, গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

আবহ সঙ্গীত, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

এক সমুদ্র অনেক ঢেউ, সংযোগ, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

বেগবতী, মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

উত্তরণ, সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ

জনতার মুখ, ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ

লঘু ত্রিপদী, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ

শুক্তি সাগর, কনটেমপোরারি পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ''[২]

মধ্যাহ্ন পর্ব

'আশাপূর্ণা দেবী' প্রথম পর্বে যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন তার পেছনে কিছু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মানুষের অবদান। লেখিকা নিজেও বহুবার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি নিজের প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন—

"প্রথম উপন্যাস? সেটা আর এক কাহিনী! যার অন্তরালে ছিল প্রয়াত প্রীতিভাজন বন্ধু বিশু মুখোপাধ্যায়ের ষোল আনাই অবদান। তিনি প্রায় জোর করেই আমাকে দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছিলেন। বলেছিলাম আমার অত ধৈর্য নেই, ছোটোগল্পটা বড় হয়ে গেলেই মনে হয় কতক্ষণে টেনে তুলব। ও হবে না। সেই শান্ত নিরাভিমানী মানুষটি বলেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি ভাবুন অনেকগুলো ছোটোগল্পই লিখছেন। দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে'। কী হল তা জানি না, তবে হয়ে গিয়েছিল। আমার সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'প্রেম ও প্রয়োজন'। প্রকাশক 'কমলা পাবলিশিং'। সম্পাদক মহাশয়ের চাহিদা ছিল- একটি 'প্রথম'-এর, পরপর তিন তিনটি 'প্রথম' সাপ্লাই করে বসলাম।"[৩]

সূত্রের প্রেক্ষিতে বলা যে তিনি উপন্যাস লিখেছেন শুধুমাত্র সম্পাদকদের তাড়ায়, এবং শেষে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে তাঁর দেখা চারপাশের মানুষের কথাই বেশী করে তুলে ধরেছেন বলে মনে হয়। 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসটি তাঁর প্রথম লেখা। উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর সমকালের সমাজ চিত্র ও নারী জীবনের এক নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। 'আশাপূর্ণা দেবী'কে আমরা সরাসরি নারীবাদী লেখিকা হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করতে পারি না, তবু তিনি মরমী মানসিকতায় সেকালের নারীর অন্তঃবেদনাকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন 'স্তিমিত অন্তঃপুরের' ভাঙা-গড়ার ইতিহাস নিয়ে 'তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই ছবি'; এর মধ্য দিয়ে প্রবহমান কালের একটি অংশকে সার্থক ভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। 'আশাপূর্ণা দেবী' নিজেকে অন্তঃপুরের লেখিকা বলেছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। আমরা সেকথার প্রমাণ পাই উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আর সংসারের অন্তঃপুরের কথা নারীর চেয়ে কে বেশী জানে? একজন নারী যেমন চুল বাঁধে তেমনি ভাতও রাঁধে, একথা আমরা

জানি। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র প্রথম দিকের উপন্যাসে মূলত নারীর অন্তঃমননের কথাই বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজের চারপাশে যা দেখেছেন সেই চিত্রই হুবহু তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, সফলও হয়েছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। সমালোচক ‘আমিনুল ইসলাম’ লেখিকার জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন –

‘‘অন্যান্য অনেক শিল্পীর মতো তাঁর রচনায় না আছে ভূগলের বিশাল ব্যপ্তি, না আছে অচেনা মানব-সমাজের মর্ম-রহস্য উদঘাটনের ঐকান্তিক প্রয়াস। তিনি দেখতে চেয়েছেন, যা প্রতিনিয়ত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দিচ্ছে, যে-মানুষদের আমরা প্রত্যহ আমাদের চারপাশে দেখছি, যাদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা করছি, কথা বলছি, ভাবের আদান-প্রদান করছি, তারা আমদের কত অচেনা, হয়তো তাদের মনের খবর আমরা কিছুই জানি না বা রাখি না। যেটুকু আমরা জানি বলে গর্ব করি, সেটুকুও ঠিক নয়। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে আশাপূর্ণা চিরকাল চেনা মানুষদের যেন নতুন করে খুঁজতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন তাদের হৃদয়-রহস্য। এজন্য তাঁকে কখনও চার দেওয়ালের বাইরে পা বাড়াতে হয়নি, তিনি আজীবন চার দেওয়ালের চিত্রকর হয়েই বাংলা সাহিত্যের পাঠকের রসাস্বাদ মিটিয়েছেন’’[৪]।

আর তাই হয়তো ‘মিত্তির বাড়ি’, ‘বলয়গ্রাস’, ‘শশীবাবুর সংসার’, ‘উন্মোচন’, ‘জনম জনমকে সাথী’, ‘নেপথ্য নায়িকা’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ম’ধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসগুলিতে লেখিকার দৃঢ় অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। তিনি প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে যে কথাগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট করে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করবার অবকাশ পেয়েছেন বেশী। তিনি ‘মধ্যাহ্ন পর্বে’ যেসমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল:—

‘‘বৃত্তপথ, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

যুগে যুগে প্রেম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

সুয়োরাণীর সাধ, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা ৯১৬৫ খ্রিস্টাব্দ

আকাশ মাটি, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

আলোর স্বাক্ষর, গুপ্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

মায়াজাল, ইন্ডিয়ান প্রোগেসিভ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

সুখের চাবি, শ্রী গোপাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

সুরভি স্বপ্ন, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

রাতের পাখি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৯১৬৬ খ্রিস্টাব্দ

মায়াদর্পণ, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

যুগলবন্দী, আভেনির পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

শেষ রায়, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

নীল পর্দা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

দুইমেরু, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

নীলাঞ্জনা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

সমুদ্রকন্যা, শ্রী গোপাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

কাঁচ পুঁতি হীরে, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা, খ্রিস্টাব্দ

বালুচরী, সুরভী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

সেই রাত্রি সেই দিন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

অন্য মাটি অন্য রঙ, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

অবগুণ্ঠিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

অন্তর বাহির, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

যাহা চাই তাই, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

দুই নায়িকা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

বিজয়ী বসন্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

সময়ের স্তর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

শুধু তারা দুজনে, রূপা এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

গাছের পাতা নীল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

জালি কাটা রোদ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

মনমর্মর, উজ্জ্বলসাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় অধ্যায়, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

দর্শকের ভূমিকায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

নীল বন্দর, বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

বিরহী বিহঙ্গ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

কুমকুম, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ

মনের মুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ

একাল সেকাল অন্যকাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ

অনিন্দিতা, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

মধ্য সমুদ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

নিভৃত আকাশ, গোপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

দূরের জানালা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

চাঁদের জানালা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

রাত্রির পরে, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

রেললাইন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ

যা'র যা দাম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ

ঝিনুকে সেই তারা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

ডাকাতের কবলে আমি, সিটি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

শিকল কাটা পাখি, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

যবনিকা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

নক্সা কাটা ঘর, রামায়নী প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

তরঙ্গহীন, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

ওরা বড় হয়ে গেল, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ

ভালোবাসার মুখ, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ

হারানো খাতা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ

রাজকুমারের পোষাক, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

যে যার দর্পণে, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

কখনও দিন কখনও রাত, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা,১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

হয়তো সবাই ঠিক, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

পলাতক সৈনিক, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

উত্তর পুরুষ, সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

লোহার গারদের ছায়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

বংশধর, সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

সময় অসময়, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

এই যুগ এই মন, বিশ্বাস পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ

চার দেওয়ালের বাইরে, অমরা সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

সোনার কৌটো, পাত্রজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

শরনার্থী, পাত্রজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

ত্রিনয়নী, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ

শূন্যতার বাসা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

দূরের বাঁশী, মনোহর সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

যুগান্তের যবনিকা পারে, বিমলারঞ্জন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

মুখর রাত্রি, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

তিন ছন্দ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

দিগন্তের রং, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

সুয়োরানির সাধ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

আবহসঙ্গীত, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

সমুদ্র কন্যা, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

তিন ছন্দ, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

অবিনশ্বর, অমরা সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

গজ উকিলের হত্যা রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

সাপের ছোবল, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

বালির নীচে ঢেউ, তিন সঙ্গী, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

পুঁথির লেখা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

সুখের নিলয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

প্রতীক্ষার বাগান, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

অহল্যা উদ্ধার, সপ্তর্ষী, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

সূর্যোদয়, তিন সঙ্গী, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

জবর দখল, ভবানী পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

অফুরন্ত, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

সন্ধিক্ষণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

তুলির টানে আঁকা, কসমা প্রিন্ট, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

জরিপ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

ছুটিতে ছোটা ছুটি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

ঘর একই ছাঁদের নিচে, এ. কে. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

মায়াজাল, কামিনী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ

সূর্যাস্তের রঙ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

সূর্যাস্তের পরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

অস্তিত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ

অচল পয়সা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ৯১৮৫ খ্রিস্টাব্দ

নীটফল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ

কত কাণ্ড রেল গাড়িতে, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ

নির্ণয়, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ''[৫]

সায়াহ্ন পর্ব

জীবনের শেষদিকে এসে 'আশাপূর্ণা দেবী'র সাহিত্য রচনায় দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি পূর্বের ন্যায় রচনায় আত্ম-নিয়োজিত থাকলেন এবং শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে বেশী করে নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন বলে মনে করা হয়। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তুলনায় সমকালীন ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক বেশী। তিনি প্রচুর পরিমানে সাহিত্যে রচনার পক্ষপাতী। তিনি চিত্রা দেবকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন–

''সবেই যদি অনুশীলনের উৎকর্ষে আসে, লেখাতেই বা সেটা হবে না কেন? ক্ষুরকে যদি শান দিতে হয়, কলমকেই বা নয় কেন? কুড়িটা লিখলে একটা ভালো হতে পারে। মাত্র একটা লিখলে সেটা ভাল নাও হতে পারে। তাহলে? লাভের ঘরে শুন্যি। পৃথিবীর মাটিতে নানারকম গাছ। গোলাপ, ঘেঁটু সবই আছে। শুধু গোলাপ চাষ করলেই হবে? না হয় কিছু

আগাছাও জন্মালো। তাতে মাটি শক্ত হয়''।[৬]

তাঁর মত অনুযায়ী আমরা সহজেই বলতে পারি, তিনি যেমন উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন তেমনি কিছু সাধারণ ধর্মী উপন্যাসও রচনা করেছেন, তাতে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর তৃতীয় পর্যায় তথা সায়াহ্ন পর্বের উপন্যাসগুলি হল:—

''নীটফল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
নির্ণয়, শশধর প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
উৎসমূল, তথ্য কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
অমরলতা, তথ্য কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
অচল পয়সা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
শেষ রায়, আদিত্য প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
ওরা ভাঙে না, আদিত্য প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
উজ্জ্বল উন্মোচন, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
রমণীর মন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
নিজস্ব রমণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মান সম্ভ্রম, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
নিলয় নিবাস, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
সেকেন্ড হ্যান্ড, দরবারী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
সাদায় কালোয় নক্সা, অমৃতধারা, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
হঠাৎ একদিন, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
মেকআপ, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর পুরুষ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
বেগবতি, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

নায়ক নায়িকা তিন, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

অবৈধ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

পরমেশ্বরী, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

দেবতার মুক্তি, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৯খ্রিস্টাব্দ

যা'র বদলে যা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

চিত্রকল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

অনিন্দিতা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

নিভৃত আকাশ, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

বিরহী বিহঙ্গ, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মাকড়সা, সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

এখানে ওখানে সেখানে, প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

সৃষ্টিছাড়া, প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

লীলা চিরন্তণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

অবগুণ্ঠিতা, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

সোনার কৌটো, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

স্বর্গকেনা, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

ভালোবাসার মুখ, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

হয়তো সবাই ঠিক, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

মনমর্মর, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

নিমিত্ত মাত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

ষড়যন্ত্রের নায়ক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

মজার মামা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

কখনও কাছে কখনও দূরে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস, ভস্তক, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

চাবিবন্ধ সিন্দুক, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

নষ্টকোষ্ঠী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

ব্যাপারটা কি হলো, কল্লোল, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

রানী মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য, ভস্তক, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

ছোট সে তরী, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

দিব্যহাসিনীর দিনলিপি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

শূন্য সেতু, ভস্তক, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

অমরাবতীর অন্তরালে, ভস্তক ,কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

ভি. আই. পি. বাড়ির লোক, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

ভুল ট্রেনে উঠে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

তনুশ্রীর জগৎ, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

একটি মিথ্যাভাষী নায়ক, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

ত্রৈরাশিক, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

যাচাই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় বসন্ত, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

চশমা পাল্টে যায়, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

অনমনীয়া, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

আদিত্যের ইচ্ছাপত্র রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

অভয় নন্দন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

শাঁখ কাটা করাত, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

নীল চশমা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

কাঁটা পুকুর লেনের কমলা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

অদ্বিতীয়, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বাস অবিশ্বাস, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতি সত্তা জীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ''[৭]

যাঁর উপন্যাসের পরিমান এত বেশী তাঁর দিকে অবশ্যই মাথা উঁচু করে তাকাতে হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর মনোভাবকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হয়, যখন তিনি সবিনয়ের লিখেছেন –''কতটুকু কাজ করতে পেরেছি, সে হিসেব রাখার দায়িত্ব আমার নয়। তবু কৃতজ্ঞ আমার সেই চিরসঙ্গীর কাছে, দূর অতীতে একদা যাকে নেহাতই খেলাচ্ছলে হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সেই আমার কলমটি এক একনিষ্ঠ ভালোবাসায় এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলছে। ছেড়ে চলে যায়নি। তার কাছে পরম ঋণ''[৮]। 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাস সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়; যাঁর উপন্যাসের পরিমান ও বিষয়ের ভিন্নতায় রচনার সমৃদ্ধি এসেছে। তাতে করে সমস্ত উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা বিশেষভাবে জরুরী বলে মনে করেছি। যেপরিমানে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন ভাবী-কালের অন্যকোন ঔপন্যাসিকের রচনার তেমনভাবে সন্ধান পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়। তাই একটি মন্তব্য আলোচ্য প্রসঙ্গে করা যেতে পারে যে, 'ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যার বিচারে 'আশাপূর্ণা দেবী'র নাম সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়'।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

১) আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশক-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ -১৪০১ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯.

২) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, ৪৪-বছর-১-সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরুপ, সংকলন ও সম্পাদনা- বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৩) শিলীন্ধ্র – আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৯.

৪) আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী, প্রকাশক-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ -১৪০১ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৬.

৫) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, ৪৪ বছর- ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরুপ, সংকলন ও সম্পাদনা- বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৬) সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক-নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ সংখ্যা,২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩০৩.

৭) আশাপূর্ণা দেবী, জীবনী গ্রন্থমালা ৪৬, সম্পাদক-উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫-১০৩.

ও

আশাপূর্ণা দেবী, সম্পাদক-মানসী দাশগুপ্ত, প্রকাশক-সাহিত্য অকাদেমি (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮-৪৬.

ও

আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, ৪৪ বছর- ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০-৯০.

ও

আশাপূর্ণা দেবী নারীসত্তার বিনির্মাণ ও শিল্পরুপ, সংকলন ও সম্পাদনা- বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬-১৮৪.

৮) আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, শিলীন্দ্র, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯.

<<<<<>>>>>